দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... JAN 25 2000 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 1 ...

ভুয়া সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের ব্যবসা

ভুয়া সার্টিফিকেট ও মার্কশিট সংগ্রহ করে বিভিন্ন কলেজে ভর্তির সুযোগ নেয়ায় ঢাকা বোর্ড ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরে প্রকাশ, দু হাজার সালের এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় এ ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের সন্ধান মিলেছে। এরা অবৈধ পন্থায় এসএসসি সার্টিফিকেট ও মার্কশিট সংগ্রহ করে কলেজগুলোতে ভর্তি হয়েছে, পাক্কা দুটি বছর ক্লাস করেছে এবং কলেজের পাওনাও মিটিয়েছে। কিন্তু বিধি বাম। এখন দু হাজার সালে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় এরা ধরা পড়লো। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে। কারণ এ ধরনের অপরাধ গত কয়েক বছর ধরেই ঘটছে। এই প্রথম ঢাকা বোর্ড অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। গত বছরেও নয়শ' তেইশজন ভুয়া ছাত্রছাত্রী অবৈধ পন্থায় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে এইচএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়ে; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। শুধুমাত্র পরীক্ষা বাতিল করার মধ্যেই শাস্তিদান প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ভুয়া সার্টিফিকেট ও মার্কশিট ব্যবসার পরিধি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

মাঝেমধ্যে ভুয়া সার্টিফিকেট ও মার্কশিট তৈরির কারখানা এবং এর হোতাদের আটক করার খবর পত্রিকার পাতায় আসে। কিন্তু এরপর কি হয় তা আর জানা যায় না। আমরা জানতে পেরেছি, এবারও দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডে ৬০ থেকে ৭০ হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন সাড়া মেলেনি। আমরা মনে করি এই ষাট-সত্তর হাজার ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের অনিয়ম কি ধরনের বা কতটা গুরুতর তা দেখা দরকার। এটা যদি ভুয়া সার্টিফিকেট ও মার্কশিট তৈরির হয়ে থাকে তা হলে বিষয়টিকে হেলাফেলা করার উপায় নেই। ঢাকা বোর্ডের মত দেশের আর ৪টি বোর্ডেরও একই ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এক্ষেত্রে শৈথিল্যের ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। সম্প্রতি কাপ্তানবাজারের একটি হোটেলে ভুয়া সার্টিফিকেট ও সনদপত্র বিক্রয় করার সময় মাদ্রাসার এক শিক্ষক ধরা পড়ে; কিন্তু কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই তাকে দেয়া হয়নি। এ নিয়ে হইচই হওয়ার পর মাদ্রাসা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আলিম পরীক্ষার্থীদের কাগজপত্র পুনরায় পরীক্ষার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছেন।

আমাদের প্রশ্নটি অন্যত্র। শিক্ষা বোর্ডের কাছে আসলেই কেন রেজিস্ট্রেশনের অনিয়ম কিংবা ভুয়া মার্কশিট ও সার্টিফিকেট ধরা পড়বে? এক্ষেত্রে কলেজগুলোর দায়িত্ব কি? ভুয়া সার্টিফিকেটধারীরা কোন শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে ভর্তি হয় না। তারা প্রথমে কলেজে আসে। কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কলেজগুলোর অফিস তা হলে কি করে? কি কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভুয়া মার্কশিট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করে তাদের দুবছর ক্লাস করার সুযোগ দিচ্ছে? একটা- দুটো নকল মার্কশিট হয়তো দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে পারে; কিন্তু এভাবে ৬০ থেকে ৭০ হাজারের অনিয়ম কিভাবে হয়, তা শুধু দেখা নয় কঠোর অনুসন্ধান করা দরকার। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেই স্বীকার করেছে, ভুয়া মার্কশিট ও ভুয়া সার্টিফিকেট সম্পর্কে কলেজগুলোকে মামলা করার নির্দেশ দেয়া হলেও তারা তা আমল দিচ্ছে না। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর। অনেকের ধারণা, ভুয়া মার্কশিট ও সার্টিফিকেট দিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজ পর্যায়ে একটি দুর্নীতির নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। সুতরাং শুধু ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করলেই হবে না, যে সমস্ত কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে এ ভুয়া মার্কশিট আসছে তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আর পাঁচটা পণ্যের মত সার্টিফিকেট ও মার্কশিটও যদি বাজারে এখন কেনাবেচা হয় তাহলে দেশে শিক্ষার আর রইল কি?